প্রাচীন যুগে মৌর্য সাম্রাজ্যের সাথে দাক্ষিণাত্যের সম্পর্ক নিরূপণ করো অথবা মৌর্য যুগে দক্ষিণ ভারত।

প্রাচীন ভারতবর্ষে সমৃদ্ধ মগধ কেন্দ্রিক উত্তর ভারতের ইতিহাস বহু চর্চিত। কিন্তু সমকালীন দক্ষিণ ভারত আর্থসামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে ছিল না। ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে মগধের উত্থান ঘটেছিল নন্দ রাজাদের সময়। কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতি গুম্ফা শিলালিপি থেকে নন্দ রাজাদের সাথে কলিঙ্গের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে এক নন্দ রাজা কর্তৃক জলাশয় নির্মাণ ও যুদ্ধ জয়ের জন্য এক জৈন মূর্তি কলিঙ্গ থেকে মগধে নিয়ে যাওয়ার উল্লেখ আছে। গোদাবরী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত প্রাচীন "নাও নন্দ ধেরা" দক্ষিণ ভারতে নন্দ শক্তির পরিধি নির্দেশ করে। নন্দদের বিপুল ঐতিহ্য সম্পর্কে যে তামিলরা অবগত ছিলেন তা সঙ্গম যুগের কবি মামলনার এর লেখায় প্রমাণ পাওয়া যায়।

জৈন সাধু ভদ্রবাহু যখন মৌর্য সাম্রাজ্যে আসন্ন ১২ বছরের দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যৎবাণী করেন, তখন মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ভদ্রবাহু ও তার শিষ্যদের সাথে দক্ষিণ ভারতে চলে আসেন।সম্রাট মহিশূরের শ্রাবণবেলাগালায় জৈন তপস্বী হিসাবে বহু বছর কাটান এবং সল্লেখনা পদ্ধতিতে অর্থাৎ অনাহারে আত্মত্যাগ করেন। শ্রাবণবেলাগলায় প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে এই তথ্য প্রমাণিত।

কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে মৌর্য যুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে বহু তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন উত্তর পথকে বেশি সমৃদ্ধ

বলতেন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কারণ সেখানে হাতি, ঘোড়া, হাতির দাঁত, মসলা, সোনা, রুপো, পাওয়া যায়। কৌটিল্য কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন দক্ষিণা পথে রয়েছে শঙ্খ খোলস,হীরা, বহুমূল্যবান পাথর, মুক্তা, সোনার জিনিসপত্র। এছাড়া দক্ষিণের বাণিজ্য পথটি মূল্যবান পণ্য সামগ্রী সমৃদ্ধ অঞ্চল অতিক্রম করে।এই পথে ঘনঘন যাতায়াত সম্ভব। এছাড়া কৌটিল্য তাম্রপর্ণী নদীরতে প্রাপ্ত প্রকার মুক্ত উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি মাদুরার সূক্ষ্ম সূতিবস্ত্র, বিভিন্ন রঙের বৈদুর্য বা পান্না, বিবিধ চন্দন কাঠের কথা বলেছেন।মেগাস্থিনিস এর রচনাতেও পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখ আছে।

অশোকের দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ শিলালেখতে সিংহলসহ দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় লেখের তালিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে চোল, পাণ্ড্য , সাতিয়াপুত্র, কেরালাপুত্র, তাম্বাপান্নি(সিংহল) এর কথা রয়েছে।এই সমস্ত অঞ্চল সাম্রাজ্যের বাইরে থাকা সত্ত্বেও এগুলির সাথে সম্রাট বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। এছাড়া এখানকার মানুষও প্রাণীদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য এবং প্রয়োজনীয় ঔষধি শিকড় আমদানি ও রোপনের ব্যবস্থা করেছিলেন।এছাড়া ধম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ধম্মমহামাত্র দের পাঠিয়েছিলেন।

অশোকের লিপিতে উল্লেখিত সাতিয়াপুত্র রাজত্বকে কঙ্গু দেশের সাথে সনাক্ত করা যায়-অর্থাৎ আধুনিক সালেম এবং কোয়েম্বাটুর জেলা। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে এরা পশ্চিম উপকূলের টুলু দেশ দখল করে। সঙ্গম সাহিত্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। অশোকের কলিঙ্গ জয় সর্বজনবিবিধিত। তার লিপি পাওয়া গেছে ধৌলিতে, গঞ্জাম জেলার যৌগাদায়।বোম্বের নিকট সোপারায় আবিষ্কৃত লিপি থেকে দাক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব অংশ সাম্রাজ্য অন্তর্ভুক্তির

প্রমাণ দেয়।আরো দক্ষিণে অশোকের শিলালিপি গুলি মহীশুরের রাইটুর এবং চিতল দ্রুগ জেলায় এবং অন্ধ্রের কোনুল জেলায় পাওয়া গেছে।

দাক্ষিণাত্য ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্ধ্রপ্রদেশের হাম্পি এবং মাস্কির মধ্যে দুটি রাজ প্রতিনিধির পদ ছিল তোসালি (ধৌলি) এবং সুবর্ণ গিরি।এগুলি মহামাত্রদের অধীনে রাখা হয়েছিল। অন্ত মহামাত্ররা পিছিয়ে পড়া জনগণের মধ্যে প্রতিরক্ষা এবং ধর্ম প্রচারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

খারবেলের বিখ্যাত হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে (খ্রিস্টপূর্বাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ) তামিল রাজ্যগুলির একটি লীগের উল্লেখ রয়েছে।যেটি কলিঙ্গের ভীতির উৎস ছিল। সুতরাং দেখা যায় তামিল দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলি তাই কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী প্রতিবেশী রাজ্যগুলির প্রতি অবিচলন নীতি অনুসরণ করতে সক্ষম ছিল।

বিখ্যাত কবি মামুলনার মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় চার শতাব্দী পর লিখেছিলেন এবং তার লেখায় 'vamba moriyar'অর্থাৎ 'সদ্য জেগে ওঠা মরিয়াদের' উল্লেখ রয়েছে।কোসাররা তাদের বিজয়ে মৌর্যদের সহায়তা পেয়েছিল। সুতরাং মৌর্য সাম্রাজ্য তখনো শক্তিশালী ছিল। তামিল দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় হস্তক্ষেপ মামু লনারের লেখায় ভীষণভাবে স্পষ্ট। মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল এবং দাক্ষিণাত্যের সৈন্যরা মৌর্য সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী দল গঠন করেছিল।

মৌর্য যুগে দাক্ষিণাত্যে মৌর্য বহুত্ব প্রসারিত হলেও এটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য ছিল না।দাক্ষিণাত্য স্বাধীন ও উপজাতীয় সত্বার স্থায়িত্ব রেখেছিল। মৌর্য যুগের দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, শিলালিপি এবং ঐতিহাসিক নথি তথা সঙ্গম সাহিত্য থেকে একত্রিত হয়েছে। মৌর্য যুগের দাক্ষিণাত্য অঞ্চল ছিল

প্রাচীন ভারতের একটি প্রাণবন্ত এবং সাংস্কৃতিক ভাবে বৈচিত্র্যময় অংশ। ফলে দাক্ষিণাত্য ছিল ভারতের ঐতিহাসিক বর্ণনার একটি গতিশীল অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর সংস্কৃতিক বৈচিত্র,অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং মৌর্য সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য অঞ্চলের সাথে মিথস্ক্রিয়া এটি কে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং সভ্যতা অধ্যয়নের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিষয় করে তোলে।